৪০২ পত্র একক : ২

নাটক : মুক্তধারা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সূচীপত্র :-

১) 'মুক্তধারা' নাটকের 'রণজিৎ' চরিত্রের কাব্যিক সৌন্দর্য আলোচনা।

২) 'মুক্তধারা' নাটকের নামকরণের সার্থকতা আলোচনা কর।

৩) 'মুক্তধারা' নাটকের বিভূতির চরিত্র আলোচনা কর।

৪) 'মুক্তধারা' নাটকের গুরুর চরিত্র আলোচনা কর।

৫) 'মুক্তধারা' নাটকের অভিজিতের চরিত্র আলোচনা কর।

৬) 'মুক্তধারা' নাটকের বিজয়ী ধনঞ্জয় বৈরাগীর চরিত্র আলোচনা কর।

প্রশ্ন ১) 'মুক্তধারা' নাটকের রণজিৎ চরিত্রটির নাট্যোপযোগিতা বিচার কর।

২) প্রজাসিংহ বধ করেছিলেন কেন, রণজিৎ বধ করেছে যারা, উভয় দুই কারণের কারণ একটিই — সাম্রাজ্যবাদের হাঁসিকরণ উক্তিটির যাথার্থ্য বিচার কর।

'ফাল্গুনী' রচনার সাতবছর পর ১৩২৮ সালে পৌষ মাসে রচিত হয় 'মুক্তধারা'। এই সাতবছরে কবির জীবনে একগুচ্ছ ঘটনা ঘটতে দেখি আমরা — সারদাসুন্দরী দেবীর মৃত্যু, কবির মানসিক পরিবর্তন, বঙ্গভঙ্গ রদ, কবির দেশজোড়া জনপ্রিয়তা, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সমাপ্তিতে কবি দেখলেন, ষড়ঋতু পৃথিবী ব্যাপী মানুষের মুক্তিলাভে, বণিকের যন্ত্রসভ্যতার লৌহশৃঙ্খল মানুষকে আরও নতুন আরও দৃঢ়ভাবে বেঁধেছে। পরিধর্ম্য নোংরা জাতীয়তা ও সাম্রাজ্যবাদের রূপকার্যে মানুষের বাঁধনছাড়া ইউরোপ, আত্মবিরত, জাপান — সর্বত্র সমান, আর সেই চিত্রের ভয়াবহ প্রতিফলন আমাদের পাঠ্য এ নাটকের বণিকশাসিত ইউরোপ, আমেরিকা, শিবতরাই। মাঝে পাহাড় রাখতে চায় সাম্রাজ্যবাদী শক্তিরূপী উত্তরকূট, আর উত্তরকূটের রাজা রণজিৎ এই চিরাচরিত সাম্রাজ্যবাদী কূটনৈতিক কাজে পাকা কারুশিল্পী ছিলেন।

'মুক্তধারা'র সময় পার্বত্য অঞ্চলটির অবস্থান, উত্তরকূট নামক এক পার্বত্যপ্রদেশ। মূলত বিষয় সাম্রাজ্যবাদ কালের শিকার ও শোষণ, আর মূল কারণ প্রজাসিংহ ও তৎপরবর্তী শাসক রণজিৎ, উত্তরকূট নামক পার্বত্য প্রদেশের অধিপতি রণজিৎ রাজাধিরাজের ভয়ে শিবতরাই পাহাড় রাখতে, কারণ সেবিরুণের প্রজাতান্ত্রিকতার প্রবাহ উত্তরকূটের মানুষের মধ্যে বর্তমান, ঠিক এই বিরুণের মতো বৃত্তিপ্রবণ শিবতরাই রাষ্ট্রের বাসিন্দারাও বেশ কয়েকশো বছর দীর্ঘকাল ব্যাপী সংগ্রামের বশবর্তী হয়েই বঙ্গভঙ্গ রদ বর্ষের বেশ পর এবং বঙ্গভঙ্গের বঙ্গভঙ্গ বিরোধী রাজ্যের বণিক কবলিত সাম্রাজ্যবাদ প্রতিষ্ঠিত উত্তরকূটের রাজা রণজিৎ তাঁর

বিদেশী সঙ্ঘরাজ বিভূতিবেশধারীর কঠুবেশধারণ ও পরিকল্পনার ফলে শিবতরাই রাজ্যের জল-উন্নয়নের সেচ্ছুঠবা বাতবেক বাঁধ তৈরি বন্ধ করিয়েছেন। উদ্দেশ্য একটাই — সাম্রাজ্যবাদকায়েম করতে শিবতরাইয়ের অবাধ্য প্রজাদের বশমানানো, যুবরাজ অভিজিৎ এবং রাজা লাইনা প্রজাদের পাশেপাশে থেকে শিবতরাইবেরুদ্ধ বাহ্যিক পরিস্থিতি করতেরজন্য। অভিজিৎ প্রেমের দ্বারা অপ্রেম জিতসাধন দ্বারা প্রজাদের বশবর্তনে উত্তরদিকের নদীসংকটের গতিপথ, ফলশ্রুতি — শিবতরাই এর লোকেদের বাণিজ্যের খালিকটা সুবিধা হলেও মহিষমুণ্ডুরবুড়ের আর উত্তরবুড়বাসীদের সকল প্রকার অধিকার হস্তগত; অভিযোগ করে তারা শিবতরাইবাসীদের সর্বনাশ। সর্বোপরি কুণ্ঠিত হয়। এরজন্য মুক্তধারার বাঁধটিকে তারা চিরকালের পরিবর্তে ঝরনার বয়ের পথ বন্ধ হওয়াতে অসন্তোষ করেছিলে প্রজারা বিদ্রোহ। বৈরাগীর নেতৃত্বে অত্যন্ত অবলম্বনপূর্বক গ্রহণাদিতে অধীকার করেছে।

সে জল প্রবাহ বিধাতার আশীর্বাদের রূপ বিগলিত ধারার লোকে অভেদ তাকে রুদ্ধ করতে কুণ্ঠিত নয় কারণ "তিনি উত্তরবুড়ের দেবতা, আমাদের জন্মে তারই জন্য। সেইজন্যই আমাদের পথ দিয়ে তিনি তাঁর নিজের ধারা ফিরিয়ে নিয়েছেন।" তাঁর অভিপ্রায় — দেবতার তৃষ্ণার পূরণে শিবতরাইয়ের বিদ্ধ করে তাকে উত্তরবুড়ের সিংহাসনের তলায় ঢেলে দিয়েছেন।" এমতাবস্থায় — "পাষাণের কৃত বাধা খোদাই করে রাখা বিপুল শেষ হবে।" ফলে বাঁশীর সুরের অনুরোধে ঠিক করতে পারে রণজিৎ, সারমতে শিবতরাইয়ের

শোষণ করছিল উত্তর এবং তাদের শোষিত হওয়াটাই অধিকার।

রণজিৎ এই শক্তিকল্পনার পরিণতি আমাদের অপেক্ষা হিটলেরও হতে পারে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের হিটলেরও মধ্যে তফাৎ কারণ নিরস্ত্র শিবতরাই উত্তরবুড়ের স্বার্থ রক্ষার জন্য, তাঁর এবং লোকের মঙ্গলের জন্য শোষিত হচ্ছে শিবতরাই, শিবতরাই এর লোকেরা তাঁর শাসনের অত্যাচারে মুক্তিপ্রার্থী প্রজাদের করুণ দুরবস্থা মুক্তধারার বাঁধের সর্জনে — বলেন রণজিৎ; তাঁর কারণে শিবতরাইয়ের দুঃখ উত্তরবুড়ের অধিবাসীদের আনন্দোৎসবের কারণ,

মুক্তবারার বাঁধবাঁধতে বন্যতরঙ্গ প্রাণ বলিহয়েছে বাতোর নির্মমদাবীতে, বন্যসমাহারিয়েছে বন্য সুমলবে — উরবঙ্গ বন্তপশু জলদের সারিত্ব তাঁরই বংশে, তাঁরই আত্মায় বলীস্বরূপ; তাঁরেই পুত্র অমলবিঠ হেতু বিরক্তিত উসারে, মানবপ্রেমিক এক পরজাতি বিশ্বেষহীন এক অভিজিতের প্রশ্নমূলক কারী হেসই জন্য তাঁর প্রতিত বিদিষ্ট রাজারণজিত, তাই বিরক্তিত মহলবলেন, 'হেপশু মুখেসমু হে পশু সবকলেরই — হেমন্ত চিত্তরবৃত্তের হেমনি লিবতরাইহের, 'তমন রণজিতের উত্তর — 'তুমি আত্মীয় তরুজন, তাই অত্যকালে ধৈর্য্য রেখেছি, কিন্তু আরনয়, স্বজন-বিজোহী তুমিও রাজ্য ত্যাগকরমন্ত্র।' নির্বিরোধী, উদারহেন মুক্তমহাবাজের প্রতি এহেন অমানবিকআচরণ চিত্তসহ্যে প্রায়শ্চিত্ত' নাটকের প্রতিপাদ্যের ঋতু আরেকটি অনুসারী,

এহেন রাজা রণজিত সাম্রাজ্যবাদের অবনিতিমর্মবক হলেও যুবরাজ অভিজিতের উপর তাঁর স্নেহ অপরিসীম। তাইফলরূপ বিভূতির মতে, তাঁর কন্যার অপকীর্তির পশ্চাতে রাজারগোপন অন্যমূলকাগতকারণ নয়। কারণ রাজারণজিতের সিংহাসনের উত্তরাধিকারত্ব প্রাপ্য তাঁরপুত্র সন্তুষেরমন্ত্র, বরং মুক্তবারার নিরক্ত বুদ্ধিমপাত্রা বাধিত পুত্র অভিজিতের। তাই অভিজিত একেন্দ্র কবরেছ মানুষরণজিতের মধ্যে আশা হলে দাঁড়ায় তাঁর অনাবশীয় পিতৃসত্তা, তাই পিতৃসত্তাই তাঁকে প্ররোচিত করে অভিজিতের শিকারে বর্ণাতনা হেবেহুলে আগতে আবারতার মৃত্যুতে কোরণবিশ্বলনুষে পড়তে।

তাইতো মুক্তবারার বন্ধনমুক্তির কলোচ্ছ্বাসে রাজা যুবরাজ বিপদের আশঙ্কা বলয় আশোসবাণিত :— 'শাস্তিদিতে হয়, আমি শাস্তিদেব, কিন্তু অভিজিত ... আমার অভিজিত দেবতার প্রিয়, দেবতা উন্মত্ত প্রজাদের মত সেবে ... আমার অভিজিত দেবতার প্রিয়, দেবতা রাজাদের রক্ষাকর্তা।' উক্তিপ্রার্থনা বেদনাসমেরলাম; কোষদের গম, উত্তরবৃত্তের রাজারগুণম, তাই পুত্রের শনিবাসায় অন্ধ বলাতোক্তি

অবশেষে সমস্ত পিতার মার প্রকাশনিত খোলস ব্যতীত অবটা মানবিকতেয়ারগুবর্তমান। বাইরে আছে তার বাজেমূর্তি, আর ভেতরে আছিক আবার সংবেদনশীল মানুষটিই বন্দীকরে অভিজিতের, বন্দীকরে উন্মত্তপ্রজাদের মতদেবতা উদ্ধারার্থে।

অভিজিতের মৃত্যুর দারুণ আঘাতে রণজিতের মোহমুক্তিই

নাটকের জন্মলগ্নে, যে নাটকের মূলবক্তব্যটি হচ্ছে সত্যের সঙ্গে মানুষের, শক্তির সঙ্গে অব্যক্তির, বিচারের সঙ্গে বিবেকের, চিত্তের সঙ্গে চেতনার, মানুষের বাস্তব অস্তিত্বের সঙ্গে মহাকাশের নিয়তিলোকনির্ভর চেতনাশক্তির অন্তরাত্মার, সেদিন ও আজকের মানুষের মধ্যে অতি অল্পই স্বার্থ লোভনুপ করে তুলতে পারে, তবু শক্তির মানুষের প্রাণ তার মনুষ্যত্বকে কীভাবে হিনিমিতি যেন তোলে, মানুষের মস্তিষ্ক-প্রকৃত সম্পদ কীভাবে হারিয়ে যায় মানুষের মস্তিষ্ক — এই জটিল প্রশ্নরূপী আলোড়নের কাব্যময় রূপ — 'মুক্তধারা'। যে শক্তির মনুষ্যত্বের অভিক্ষয় করে যায় — সেই শক্তির সভ্যতার প্রকাশ ঘটে 'মুক্তধারা'। প্রভুজাতির যে ঐশ্বর্যের শোষণ-লুণ্ঠনের প্রতীক উপরঞ্চ, পরাধীন জাতির দুঃখের প্রকাশ ঘটেছে; তবে এসব সত্যের শক্তির মহত্ত্বের প্রকাশ, শেষে সমাজব্যবস্থার, আরো কাছিয়ে সেই রাজতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার প্রতিনিধি, আর সঙ্গে শিল্পতন্ত্রের আধিপত্যবিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে পুরাতন রাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা দুর্বল ও ক্ষয়িষ্ণু হয়ে পড়ায় সর্বময় ও চূড়ান্ত কর্তৃত্ব ক্রমশ হয়ে হেমন্তরাজবিভূতির কর্তৃত্ব, রাজা রণজিৎ তো সমাজতন্ত্র বা রাষ্ট্রের শাসন বিভূতির হাতের নিছক পুতুল মাত্র, তাই নাটকের রণজিতের শাসনকেন্দ্রই সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বস্তু, এর একদিকে বিভূতির অতি নিষ্ঠুর পক্ষপাতিত্ব; অন্যদিকে অভিজিতের প্রতি গভীর গোপন আকর্ষণ — এই দ্বিমুখী অবস্থার দ্বন্দ্বে তার চরিত্র সজীব কাব্যপাত্রে পরিণত — সপ্তম নাটকের মুখ্য প্রাণবস্তুর রজ্জুতে গাঁথা — এক শিল্পসৌন্দর্যে অপরিবর্তনীয়॥

প্রশ্ন: ঈশ্বর বুদ্ধি ও শিবতরাই অসমতল দুটির মানুষের স্বরূপ স্থির করা 'মুক্তধারা' নাটকের কেমন হবে বুঝিয়ে দেখাও আলোচনা কর।

প্রশ্ন) ২) 'মুক্তধারা' নাটকের নাম প্রসঙ্গে মন্তব্য কর, কার 'মুক্তধারা' নাম হিসাবে বেশিটি বেশি সার্থক মুক্তি সহকারে।

'মানসী' রচনার প্রায় সাত বছর পর ১৩২৮ সালে পৌষ মাসে রবীন্দ্রনাথ রচনা করেন 'মুক্তধারা'। এটি ১৩২৯ সালের বৈশাখে প্রবাসীতে প্রকাশিত হয়। মৌবনধর্মী জীবনধর্মের নয়, বিশ্বের মুক্তসত্তাকে যে মিশ্রণে আবেষ্টিত করে বাঁধা পড়া, পরিবর্তনশীল জাতীয়তা ও সাম্রাজ্যবাদের মূল বক্তব্যে বলিষ্ঠে বসা নিপীড়িত মানুষজনের আলেখ্য 'মুক্তধারা'। তার উদ্ভাবন লডভূমি মুক্ত পরবর্তী যুগের সমগ্র পৃথিবী আর বিশ্বযুদ্ধ রসাতলের কালানিক ভারতবর্ষের কোনও এক রাজা বাজেরকালপনিক রাজ্যের উত্তরকূট নামক সেই কিপবরাজ্যের মধ্যে যুরোপের বর্তমান বিশেষ কোনো একটি বিশেষ ঠিকানা বোঝাবার প্রকাশক প্রতিনিধি।

প্রতিনিধির পূর্ব পরিকল্পিত নাম 'বিশ্ব পথ' শ্রীমতী রাণু অধিকারীকে এক চিঠিপত্রে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন — "আমি সমস্ত সপ্তাহ ধরে একটা নাটক লিখছিলুম — শেষ হয়েছে, তাই আজ আমার ছুটি। এ নাটকটা 'প্রায়শ্চিত্ত' নয়, এর নাম 'পথ', এতে একজন প্রায়শ্চিত্ত নাটকের সেই কাজটুকু ছাড়া আছে, আর কেউ নেই। ....." এখন নামকরণ হিসাবে 'পথ' না 'মুক্তধারা' একটি অধিকতর প্রযোজ্য তা জানাবার জন্য, দৃষ্টি দিলেই নাটকের কাহিনীর দিকে, কাহিনীটি হল — উত্তরকূটের রাজা রণজিৎ তাঁর শিল্পী যন্ত্ররাজ বিভূতির ধ্বংস বহু ধনশালী ও পরিশ্রমের ফলে শিবতরাই রাজ্যের জল-চলাচলের মুক্তধারাকে বাঁধ দিয়ে বন্ধ করেছেন শিবতরাই এর অধিবাসীদের কাছাকাছি উর্বর ক্ষেত্রে জলসরবরাহের পথ বন্ধ হওয়াতে অকাল কর্তৃপক্ষের উদ্দেশ্যে, জলসরবরাহের পথ বন্ধ হওয়াতে অকাল কর্তৃপক্ষের উদ্দেশ্যে, প্রজারা ধনঞ্জয় বৈরাগীর নেতৃত্বে সত্যাগ্রহ আরম্ভ করেছে। অতঃপর যুবরাজ অভিজিৎ কে প্রশাসনের কাজে নেমে পড়তে হয়। যুবরাজ উত্তরে নদী পাহাড়ের মধ্যে গেলে দেখতে পান উত্তরকূটের সঙ্গে সুরঙ্গ তৈরি। মহাসচিব হিসাবে অভিজিতের উত্তরকূট প্রত্যাবর্তন এক-তৃতীয়াংশ পরিবর্তে রণজিতের কাছাকাছি অর্থাৎ নতুন শাসনকর্তা

মুক্তিকামী মানুষের সংগ্রাম, কখনো কিংবদন্তীর অন্তরালে উত্তর বুঙের আচারে-ব্যবহারে, যেমন ধর্ম ও ঈশ্বরের উদ্দেশ্য মুক্তধারার বাঁধ, শেষ পর্যন্ত জেলখানায় সারা নির্মমদারীরূপে সমাধিস্থ, অন্যদিকে যুবরাজ বাবা বিশ্বজিতের নিবন্ধ কুলোপাখ্যান তিনি রাজকুলের মধ্যে রাজা মুক্তধারার নিবন্ধ তাঁদের বুদ্ধিমত্তা পেশে পুত্রস্নেহে লালনপালনের মাত্র। তিনি রাজকুলের কুলাঙ্গার, তিনি ব্যক্তিবিশেষের হবেন না, তিনি সকলের, বন্ধনহীন, স্বাধীনতা, অর্থাৎ জলোদ্ভবের উত্তর বুঙের ধ্বংসের সোনাসোনা বিধিনিষেধ পাঠিয়ে, লাঞ্ছিত মানবাত্মার উদ্ধারার্থে উত্তর বুঙবাসীকে কিংবদন্তীর সকাল সাধনের বিরুদ্ধাচরণে অনুরোধ করা। এবং রাজাদেশে বন্দী হন, বন্দীশালায় আটক নাগপাশে যুবরাজ সেখানে গেছিলেন উত্তর বুঙের লোকেরা তাঁকে খুঁজতে বের হলে জানতে পারে মুক্তরাজবিভূতির বাঁধ ভেঙে গেছে, ভেঙে ফেলা যুবরাজ অভিজিৎ এবং আহত অবস্থায় হাতের মুঠোয় তিনি বেরিয়ে এসেছিলেন অজ্ঞাত।

সংক্ষেপে এটুকুই নাটকের আখ্যানবস্তু, পুরো নাটকটিই আসলে একটি চেনামাত্র পরের নাটক, যেখানে নাটক অভিজিৎ খুঁজতে গেছিলেন মাকে, অথবা নিজের ভেতরে 'সুমন, আমার সুমন...' কবিগণ কখনো অথবা খুঁজছে সৃষ্টিকে, অভিজিৎ স্বর্গকে, এবং পরের সাক্ষিবিভূতি; এই সত্যের রূপেতে পথের বেরুতাম, আর এবং দিকে ধনঞ্জয় বৈরাগী কন্যাকে বাম অধিষ্ঠাতারূপে, কবি দুইটি পেয়ে সংঘর্ষ নাটকটির মূলভাবের, কুলিদম অবিরাম চোরপ্রতীক, প্রতীক জীবনোপিরুত্ব অন্ধসরমণের, শ্রীমাধিলতার ইতিবাচী বলেই রবীন্দ্রনাথের আলোচনাটিকে নাম করণ করেছিলাম। তবে শুরুতে আছে সন্দিগ্ধ,

বিশ্ব কাম তোমাদের আছে— মন্ত্রিক সত্যের কাম, কর্মসর্বস্বতার কাম, মানুষের কল্যাণের অপেক্ষা ঈশ্বর বড়ো কাম, বেদনাকাম অনুসরণে, এ পৃথিবীর সকলের কল্যাণের কাম।

মন্ত্রিক কবি কবি নাম পরিবর্তন করে পরবর্তীকালে নাম রেখেছিলেন 'মুক্তধারা', ইংরাজি অনুবাদ 'The Waterfall.' কিন্তু কেন 'মুক্তধারা' নামকরণ অধিকতর

মর্ত্য জোতিষ্কের প্রত্যক্ষত কোনো দৃষ্টি আছে নয়, তাহলে কেন? তাহলে উত্তর কোনোই নয়, নাটকের বিভিন্ন ঘটনাগুলো, তবে কেবল তারই ইত্যাদি, নাটকের আদ্যন্ত তারই মুখ্য ভূমিকা, মুক্তধারা কোনো মর্ত্যের কলোলিত ধ্বনির সৃষ্টি বর্ণনা নয়, অবিমুক্ত ধারা অভিজিতের কাছে তার মায়ের প্রতিরূপ তারই জীবন সঙ্গিনী তাদের সাক্ষিত হৃদয় পাঠক, কেবল কাব্যগুণসম্পন্ন কোনো নাম — নাটকটির উপসংহারে অভিজিতের প্রাণবিসর্জন মানবজীবনের সেমুক্ত নির্ধারিত হয়, তা নির্ধারণ করে সেমুক্তধারাই। মুক্তির আকাঙ্ক্ষায় অধুনা এতোকাল গভীর প্রশান্তি, এই ধারাতো অসংখ্য জীবনের বহুমান স্রোতের ইঙ্গিত। এই মুক্তধারার নিকটে মানব-প্রেমাকাঙ্ক্ষিত সেরোদন, জন্মকালেই তো অভিজিৎ ব্যক্তিবিশেষের সন্তান নয়, সকল দেশের, সকল জাতির, 'মুক্তধারা' তার কাছে নিছক জলপ্রপাত মাত্র নয়, তাই মাতৃরূপে মুক্তধারাকে মধ্যে রাখে অভিজিতের মৃত্যু নিছক মৃত্যু নয় মাতা-পুত্রের মিলনাগু, মুক্তধারা অভিজিতকে লীনে সিংহের জানাতির সীমানার উর্ধ্বে সেই লোকের মেখানে বিরাজিত তার জন্মদাত্রী। এই মুক্তধারাতেই পৃথিবীর লোক অন্তরলোক 'সু মন, মুক্তধারা' মানুষের মস্তিষ্ক ও মস্তিষ্ক প্রসূত মনের আলোড়নের কাব্যময়রূপ, এই লোকে তো আলোপরিবর্তন, মেঘপরিবর্তন এতোছিল অমলন, এতোছিল জরাসিন্ধু, এতোছিল রক্তকরবী, অতোছে অভিজিত, মানুষের অন্তরের হিংসুটের কল্পনিলোকিত কঠের নেতৃত্বে সত্যের নির্মাণতায় মুক্তি দিয়েছে মানবইতিহাসের অভিজিৎ পত্রপ্রবহমানতাকে, পথের মুক্তিই মিটিয়েছে মানুষের মুক্তি, মুক্তধারার মুক্তি, জ্যোতির্ময় আলোর বাণীরূপরিস্ফুটিত, সত্যের কাছে প্রাণের অভিপ্রায়ে, মায়ের কোলে সন্তানের প্রত্যাবর্তনে, মায়ের স্নেহশীতলতাকে সন্তানের মুক্তিকামী সাধনার সার্থক্য দিয়ে সন্দেহে দাস অলোকিক 'মুক্তধারা' নামটির অর্থ বিস্তার প্রকাশে বলেছেন।

প্রশ্ন) উত্তরবৃত্তের শিক্ষাব্যবস্থার সমালোচনা — রচনার মতে উগ্র জাতীয়তাবাদী চরিত্র: — সামাজিক বিচার কর।

● 'মুক্তধারা' নাটকটিতে, কবি যন্ত্রসভ্যতা এবং নিঃসীম জাতীয়তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ঘোষণা করেছেন। কবির মতে এই যান্ত্রিকতার অগ্রগমন-কারণই পাশ্চাত্য জাতিসমূহ ক্ষমতা, শক্তি ও রক্তসঞ্চালনের উগ্রজাতীয়তাবাদীতে পরিণত হয়েছে। এ নাটকের উত্তরবৃত্তের নায়করূপ সেই যন্ত্রসভ্যতারই প্রতিনিধি, এই উগ্রজাতীয়তাবাদের বলাবর্তী উত্তরবৃত্ত মনোবলে শিবতরাইকে শোষণ করছে। অন্যদিকে বলির-তরাইয়ের লোকেরা পরাধীন হলেও মানুষের প্রতিনিধি। আর উত্তরবৃত্তের মানুষজনের মধ্যে এই জাতীয়তাবাদ যাঁদের মাঝে শিবতরাইয়ের লোকেদের বঞ্চিত ও রক্তপিপাসু করাই তাদের আক্রমণের লক্ষ্য। ●

তবে এই যান্ত্রিক শিক্ষাব্যবস্থার সমালোচনা — রচনার মতে উগ্র জাতীয়তাবাদী চরিত্র। উত্তরবৃত্তের বর্তমান শিক্ষা-ব্যবস্থা মতে ব্যক্তিদের অধিপত্যের খেলা — তার সর্বমস্তকে বহুত্ব বিস্তৃতি, আর এই মহান শিক্ষাগত যন্ত্রশক্তির পদতলে আপাত মনুষ্যত্ব বিলীন হয়েছে। এতে রাজা রচনার পঞ্চম মানুষকে বলা যায় দাসের হাস্যে আবদ্ধ করে রাখতে পারেনি। এমনকি রচনার আমাদের কালের স্বদেশ ও বাস্তুভিত্তিক মানুষকে বেমানান অথবা এক স্বার্থান্বেষী করবুলকে

অন্ধ যান্ত্রিকতা কিভাবে নিঃস্ব করে মানুষের মনুষ্যত্ব রচনার তিনিই তার প্রমাণ: "রচনার। ন্যায় অন্যায় বোঝার স্বাতন্ত্র্য যেখানে সেইখানেই অন্যায় হচ্ছে অন্যায়, উত্তরবৃত্ত বিরাট, তার অসংখ্য কল কারখানা তোমার বাবাকে, তার কোনো দায়িত্ব নেই তোমার।" মানুষের মস্তিষ্ক-প্রসূত যন্ত্র ছাড়িয়ে যায় মানুষের মস্তিষ্ককে, এই যন্ত্র-যান্ত্রিকতা মানুষের মনুষ্যত্বকে অতিক্রম করার সর্বাত্মক বলেই — রচনার আর মানুষ রচনারূপাকেন, হয়েছে যান্ত্রিক সমাজে

ব্যবস্থার অবতিশ্যমাত্রে তবে যন্ত্রবাম মনুষ্য — অর্থাৎ নো-
ভেলের বক্তব্যের যুগ যখন 'মুক্তধারা'। তখন বক্তব্যের মধ্যে
নাটকের অবতারণার বিরামহীন অবতারি চরিত্রের উদ্ধ্বসরীরকার
করার প্রয়াসেই, বর্তমান সংহত কুলজীবনসংহতের জীবন্তপ্রতিমূর্তি
করার, কারণ বক্তব্যের মতে — 'সারবার কোনো বক্তব্যের পেশরের
কোনোরকম অভাবমেটা' কারণ এদের স্বার্থে পরপীড়নে অন্যের
হলেও, নিজের কোনোরকমের প্রতিও বক্তব্যের বিশ্বাসের কোনোরকম অভাব,
কোনো কালের অকোনোরূপ সংস্কৃতির অভাব কখনো বেশবার্য করে
রাজা, মন্ত্রী, আমাত্য — অমলদি বিশ্বরাজ বিভূতি বেশমন্ত্র সকলের
মেয়েদের মতো, তাই কালের বিধানেই 'মুক্তধারা' নাটকের মানুষের রূপও
অন্যের সঙ্গে সেব-শ্রেণীর মুখে — শান্তশক্তির প্রতীক বক্তব্যের
অবলম্বন রাজবিভূতিই গেল — বরং অমল উদ্ধুর কূটের আদিবাসীগণের
মধ্যেই সত্যের বক্তব্য।

প্রশ্ন ৪) 'মুক্তধারা' নাটকের উরু'র চরিত্র আলোচনা কর।

'মুক্তধারা' নাটকটিতে, কবিগুরু যান্ত্রিকতা এবং হিংসাত্মক জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ঘোষণায় মুখর হয়েছেন। কারণ কবির মতে অর্থ, যান্ত্রিকতার আশ্রয় গ্রহণ করেই পাশ্চাত্য জাতিসমূহ ক্ষমতা শক্তি এবং সম্পদলাভে বড় উগ্র জাতীয়তাবাদীতে পরিণত হচ্ছে। এনাটকের উত্তরকূটের নামহীন গণ হয়েছে সেই সভ্যতারই প্রতিনিধি। এই উগ্র জাতীয়তাবোধের বশবর্তী উত্তরকূট মহাকর শিবতরাই-কে শোষণ করছে তাদের দখল এবং তাদের শোষিত হওয়া অনিবার্য। অন্যদিকে শিবতরাইয়ের মানুষরা পরাধীন শোষণক্লিষ্ট মানুষের প্রতিনিধি। এই উত্তরকূটের মানুষ কারা? মধ্যে এই জাতীয়তাবাদ যান্ত্রিকতা শিবতরাইয়ের রাজাকে বন্দিত এবং নিঃস্ব করেছে তাদের অহংকার শিক্ষা।

আরো এর শিক্ষাদাতা উরু উত্তরকূটের গুরুমশায়। তাঁর মতে – "... উত্তরকূটের বাইরে যে পৃথিবী মাঝে মধ্যে গর্জে ওঠে এবং দিন এই সব চলে রাই তাদের (শিবতরাইবাসীর) বিষ দাঁত ভেঙে হবে। এমনি নাকি তবে আমি মিথ্যে বলি, কত বড়ো দায়িত্ব যে আমাদের সে আমি একদিনও ভুলিনে। আমরাই তো মানুষ তৈরি করছি, আমার অমাত্যরা তাদের নিয়ে ব্যবসা করেন।" এই গুরুমশায়ের চরিত্র আখ্যানের মাধ্যমে প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার সমালোচনা করেছেন কবিগুরু, আমাদের দেশের গৌরবময় সংস্কৃতিকে এতদের অর্থলিপ্সা শোষণ করছে দেখানো হয়েছে। গুরুমশায়ের শিক্ষাতেই এতদের ধারণা শিবতরাইয়ের মানুষগুলো খারাপ লোক, বেশ পাতাদের ধর্ম খুব খারাপ এবং তারা উত্তরকূটবাসী দেবতা 'নাক উঁচুনয়' এবং গুরুমশায়ের মতে, গণেশ যেরূপ মাটির নাক উঁচু আকারে খুব বড় জাত হয় এবং তারা পৃথিবীতে সকলের উপর কর্মী হয়, এবং নিজের শিক্ষাদাতা প্রণালী যেমন অদ্ভুত এবং কল্পনাপ্রসূত তার মাধ্যমে প্রমাণ করেছেন কবিগুরু গুরুমশায়ের মন্তব্য: "... খাদ্যসামগ্রী বড়ো দুর্মূল্য – এই দেখো না কেন, পয়ত্রিশ সেটাকিলো —"

এককথায় এই উরু উত্তরকূটবাসী তোমারগণের

প্রশ্নগুলিতেই চলে, কিন্তু এই বাক্যের তোষকবোষ্ঠিবক্তব্য বিশ্বাসযোগ্যমনে করার কারণ? মন্ত্রীর প্রতি রাজিতের এই চিঠিই তার প্রমাণ: "তোমার এই ঘরে মাথার খুলির মধ্যে অন্য রোগ নেই, সব সুস্থই আছে।" এই তাচ্ছিল্যের মধ্যেও সন্দেহের আভাস না থাকলেও অবিশ্বাসের বিষ্ফোরণ রো. মার্টিন রাজির মতে, "...এই সব মানুষই বাজেলাগে, এরকম চাটি বলে এগুলো মেয়ে দিয়ের পরিণত গুটিবসন্তে চিটি করে চলেছে, বুদ্ধি বেশিআকলে কাজেকলের মতো হলেনা।"

এই চরিত্রের মাধ্যমে বলিষ্ঠ রাষ্ট্রের নিষ্ঠুর ব্যবহার সামিল উদ্ঘাটিত করেছেন তারাশঙ্কর। তাঁর মধ্যে সেই উদ্ঘাটিত হয়েছে ব্যক্তিস্বাধীন রাষ্ট্রের সঙ্গে বাণিজ্যব্যবস্থার বিরোধ। আর তাই এলাটিকে তাঁর মানবের চরিত্রকে অস্বীকার করা না কোনমতেই॥

প্রশ্ন ৫) 'মুক্তধারা' নাটকের 'অভিজিৎ' চরিত্রটির নাট্যগত সার্থকতা বিচার কর॥ (২০১২)

মানব-জীবনের অব্যাহত, স্বচ্ছন্দ, অবিরাম গতির নাম 'মুক্তধারা'। তাই নাটকের মূলসূত্রটি হল মন্ত্রের সঙ্গে প্রাণের, যান্ত্রিকতার সঙ্গে আধ্যাত্মিকতার, বিজ্ঞানের সঙ্গে ধর্মের, চিত্তের সঙ্গে দেবতার, মানুষের পশুত্বের সঙ্গে দেবত্বের। কারণ মানুষের মধ্যে দেবতার অকারণ প্রেমসত্ত্বা, সে নির্ঘৃণ যান্ত্রিক সভ্যতার ক্রমবর্ধিষ্ণু প্রেরণা পিষ্ট, নির্যাতিত, উপনিষদের যুগের অভিজিৎ মানুষের সেই পিষ্ট অস্তিত্বেরই প্রতীক। আর মুক্তধারার বাঁধ যান্ত্রিকতার চরমরূপ, সে মুক্তধারার স্বরূপনাশে উদ্যত, উত্তরকূটের রাজা রণজিৎ রাজলক্ষ্মীর পক্ষ নিয়ে তাদের রাজকুমারকে প্রশ্রয় করেছে মাত্র।

অভিজিৎ যেহেতু রাজকুলের বংশধর নয়, তাই তিনি ব্যক্তিবিশেষের নয়, তিনি সকলের, তাই সকলকর্মে অভিজিৎ অধিষ্ঠিত, সকলের মধ্যেই তিনি, সকলের মধ্যেই তাঁর। তিনি সকল দেশের, সকল জাতির, উত্তরকূটের উদ্বিগ্ন সেবার সংগঠিত সংস্কারগত কারণ যেখানে শোনা যায়, অন্ধকারের, পাপের বুকের কাছে, যেখানে মানবাত্মা পীড়িত, লাঞ্ছিত, তাই অন্ধকারের অধিকারের যুবরাজ অভিজিৎ দেখেছেন মুক্তধারার বাঁধ, তাই তিনি শুধু মিরতরাই অঞ্চলের সর্বহারাদের পক্ষ মুক্তপুরুষ তাহিনি, আমৃত যুবরাজ অভিজিৎ সোনের মুখোমুখি মৃত্যুবরণ করলেন।

প্রাণের ধারা মন্ত্রের চেয়ে অভিজিৎ শুধু প্রাণের শ্রেষ্ঠত্বই প্রমাণ করেনি, তার মৃত্যু যান্ত্রিকতার বিরুদ্ধে সর্বশক্তি প্রতিবাদ, কারণ অভিজিৎ মুক্তধারার পিতৃভূমি — যন্ত্রিকের কর্মকর্তা বিরাটত্বের মধ্যে ব্যাপ্ত হবার জন্য ব্যাকুল। মুক্তধারার মুক্তস্রোতের মুক্ত আত্মা তাঁর মানুষরূপ, মুক্তধারার যথার্থতার সাথের যথার্থ, অভিজিৎ শোষণ মুক্ত, অন্যায় সমাজের অগ্রদূত — অভিজিতের প্রাণদানেই জ্যোতির্ময় আশার বাণীর পরিস্ফুটন — দিকে দিকে মুক্তধারার উচ্ছ্বাস বয়নের — তাই তো অভিজিতের মৃত্যু আত্মত্যাগ-

জীবনের মুক্তি, এসো মহত্তর চিরকালের জন্য অমরত্বের অধিকারী, কারণ – '... প্রাণেররা মৃত্যুর হাত থেকে মুক্তি পেতে হবে, মুক্তি দিতে হবে ...' (মুক্তধারা – প্রথম বিষয়) অভিজিৎ মুক্তধারার সত্তা বলেই তার উক্তি: 'আমি পৃথিবীতে জন্মেছি সমস্ত বন্দীর জন্য, এই খবর আমার কাছে এসে পৌঁছেছে।' লক্ষ্যচক্রের নাম বদলের সময় এই সংগ্রামের সূত্রপাত, সমাপ্তি মুক্তধারার রুদ্রশিবের মুক্তিতে। তাই গতিরপ্রতিভূ অভিজিতের মৃত্যু নিছক মৃত্যুই নয়, বরং মহাসত্যের বেগকে সত্তাকের প্রত্যাবর্তন, সত্তাকের মুক্তি-সার্বমান – মাতৃস্বরূপা মুক্তধারার হৃদয়ে গীতল অভিষেক।

কারণ মানুষের সর্বস্বকে মুক্ত, অন্ধ রুদ্ধ মনস্তাকে কোন বন্ধনে আবদ্ধ রাখাকেই তারা পীড়িত ও ধিক্কৃত করা – তাই মানুষের বন্ধনমুক্তিই অভিজিতের সংকল্প-স্বপ্ন-সাধনা – এবং এই সার্বমান সে অভিজিৎ পূর্ণ মাত্রায় জয়ী – এবিষয়ে আমরা নিঃসন্দেহ হতে পারি।

প্রশ্ন) ৫) বিলাসিনী — 'মুক্তধারা' নাটকে বিলাসিনী বৈরাগীর ভূমিকা আলোচনা কর। (১১)

'ফাল্গুনী' রচনার পর প্রায় সাতবছর পর ১৩২৮ সালে পৌষ মাসে রবিঠাকুর একটি নতুন নাটক রচনা করেন, নাম 'মুক্তধারা'। 'ফাল্গুনী'-মুক্তধারার এই বসন্তোৎসবের সূত্র ধরে শারদোৎসব (১৩১৫) দিয়ে, সমাপ্তি 'রক্তকরবী' (১৩৩১) এ। 'শারদোৎসব'ই রবিঠাকুর প্রথম বাঁধ-প্রশস্তির নাটিকা আর রবিঠাকুর সমাজকে তথা প্রকৃতিকে আপন অস্তিত্ব ঘোষণা করেছে 'রক্তকরবী'তে, আর এই সামাজিক চেতনা, সমাজ সভ্যতা সম্পর্কে রবি ঠাকুরের দৃষ্টি কতখানি রহস্যময় সাহিত্যরূপ পেয়েছে তাই, বাচনমালায় — সাহিত্যে তারা প্রকৃত হয়েছে — 'অচলায়তন', 'ফাল্গুনী' এবং আমাদের পাঠ্য নাটক 'মুক্তধারা'।

বলতে দ্বিধা নেই রবীন্দ্রনাথের প্রত্যেক নাটকেই তাঁর সৃষ্ট চরিত্রগুলি নির্দিষ্ট দৃষ্টিকোণের বাহন, সবিশেষ তাৎপর্য মণ্ডিত, নাটকের মূল বক্তব্য প্রকাশকারী। শুধু 'মুক্তধারা'ই নয় অন্যান্য নাটকের বক্তব্য আবর্তিত হয়েছে — মানুষের অন্তরাত্মা ও ব্যক্তিত্বের উন্মেষকারী বেগবাহিনকে কেন্দ্র করে, রবিঠাকুর আই তিনীর বাহন বিভিন্ন নাটকে, বারে বারে এসেছে ঘুরেফিরে। এসেছে 'প্রায়শ্চিত্ত' নাটকের বিলাসক্ষেত্র, বা 'রাজা' নাটকের ঠাকুরদা, 'অচলায়তন' এর দাদাঠাকুর কিংবা 'ডাকঘর' এর ঠাকুরদা, 'ফাল্গুনী'র বাউল কিংবা 'আষাঢ়ের প্রথম দিন' 'মুক্তধারা' নাটকের বিলাসী বৈরাগী।

19 DAYS • 170 195 25TH WEEK
SUNDAY

এই বিলাসী বৈরাগীর সম্পর্কে রবিঠাকুর তাঁর নাটকের রূপকেই বলেছেন: 'এই নাটকের পাত্র বিলাসী ও তাহার কথোপকথনের অনেকটা অংশ 'প্রায়শ্চিত্ত' নামক আমার একটি নাটক হইতে লওয়া, ...' তাই খণ্ডিত রূপের এই পর্ব সময়ে 'প্রায়শ্চিত্ত' নাটকের লক্ষণীয়তা, এ নাটকেও ঘটেছে সম্পূর্ণ পাত্রই বিলাসের কণ্ঠে; কর্মপ্রাণে মুক্ত মাঠ মাটির গন্ধময়, ব্যক্তিগত বেদনাহীন, নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি। বিলাসী বৈরাগীর আদর্শ পুনির্বার নিপীড়িত, অত্যাচারিত মানবগোষ্ঠীর মধ্যে তেমনি সঞ্চারিত করেছেন তাদের

উদ্বোধিতকারী, জোরজিত, অত্যাচারিত জাতির অভিনব প্রতীক, এই বিমারুণ অলোকে অনুমান করেন বিনয়তম বিরাগীর মধ্যে গান্ধীজির ছায়াপাত ঘটেছে। কারণ গান্ধীজীর মতই শিবতরাইবাসীরা অত্যন্ত বিনয়ের জীব; তারা দেবতা বাতিরেকে কেবল নিজেদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ করতে অপারগ হয়। বিনয়ের এই দুর্বলতার প্রতিক্রিয়ায় বিরক্তভাবে "শিবতরাইয়ের লোক, - তোমাদেরই আমরা বুঝি, কথা তোমার নাই বাবুমশায়।

বিনয় - তাহলেই সর্বনাশ হয়েছে।

মলেন - কথা বুঝতে সময় লাগে, বেশ তরসয় না, তোমাকে বুঝে নিয়েছি; তাতেই সবখানে সবখানেতরেমার।

বিনয় - তারপরে বিবেচনা হবে। এখন দেখবি বুড়োর কাছে এরা এসেছে।" তাই বিনয়ের আক্ষেপ, সেও "... আমাতেই এসে ঠেকেছে; আমার দেবতা পর্যন্ত পৌঁছলো না..." এ সব আলোচনা করলে মনিষ্ঠ বন্ধুদের পরমসখা বিনয় বিরাগীর চরিত্রের সঙ্গে পরাধীন ভারতের অহিংস স্বাধীনতা-সংগ্রামের নেতা মহাত্মা গান্ধীর প্রভূত সাদৃশ্য অনুভূত হয়, তবু মনে রাখা ভালো যে, মহাত্মাজীর রাজনীতিক্ষেত্রে অবতীর্ণ হবার পূর্বে 'প্রায়শ্চিত্ত' নাটকের চরিত্রটি পরিকল্পিত হয়েছিল, 'মুক্তধারা'র সঙ্গে সেই চরিত্রের রাজনৈতিক রূপের পার্থক্য — সমসাময়িক বিশেষ অবস্থার জাতিক মতবাদের অভিব্যক্তিতে মেটেছে মাত্র।

কারণ রবীন্দ্র-নাটকের এই জাতীয় রসিক অথচ বিরাগী, আত্মভোলা, চিরনবীন, সদানন্দময়, নির্ভীক, সত্যসন্ধানী, স্বচ্ছ, সুনির্মল, অত্যাচার অবিচারের চিরশত্রু, দুঃখী-দুর্গতদের পরমসুহৃৎ, নিত্য সত্যধর্মের পরমসাধক, রহস্য-ইঙ্গিতময় এই ধরনের চরিত্রের উদ্বোধন আমরা প্রথম দেখি 'শারদোৎসব' নাটকের ঠাকুরদাদার চরিত্রে। এই চরিত্রই স্বল্পরূপান্তরে দেখা যায় 'প্রায়শ্চিত্ত' এবং 'মুক্তধারা' নাটকের বিনয়তম বিরাগীর চরিত্রে। 'অচলায়তন'-এ দাদাঠাকুর চরিত্রে, 'ফাল্গুনী'-তে সাধুর বাউল চরিত্রে, এবং 'তোতাকাহিনী', 'রাজা' ও 'অরূপরতন' নাটকে ঠাকুরদাদার দীর্ঘছায়া। সাধারণভাবে দেখা যাচ্ছে - চরিত্রগুলি সুনির্দিষ্ট ব্যক্তিনাম এবং সুনির্দিষ্ট পরিমণ্ডল, মনিষ্ঠ বিরাগী পদবীধারী বৈরাগীরূপে এবং সাধারণ ব্যক্তিনামধারী বিনয়তম।

'রবীন্দ্রনাথের তত্ত্বনাটক' গ্রন্থে ধনঞ্জয়ের চরিত্রসম্পর্কে রুদ্রপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের প্রতিবাদোন্মুখ মন্তব্য: 'ধনঞ্জয় বৈরাগী অত্যাচারিত জাতির আত্মিক প্রতীক।' নাটকের আদ্যন্ত ঐকতান সাদৃশ্যযুক্ত, প্রশস্ত, প্রসারিত সংলাপ, এই সংলাপগুলির মধ্যে পুঞ্জীভূত ব্যথা, বেদনা, মহত্ত্ব চুম্বিত বাসনা সব বেরিয়েছে, এই সংলাপ নিয়েই সত্য এবং ন্যায়ধর্মের প্রেরণাযুক্ত এবং সহজ সুনির্মল আকাঙ্ক্ষার দীপ্তি ভিতরে প্রবেশ করে, অবেশেষে 'অচলায়তন' হয়ে মানুষ গাদাগাদি করে' রূপী ধনঞ্জয় বৈরাগীকে অচলায়তনে আমরা রবীন্দ্রনাথের একটি অতি সুপরিচিত আঙ্গিক হিসাবে এই আঙ্গিকটি নাটকে অতি অসাধারণ, কারণ এতে কাহিনীর বিন্যাসটি নাটকে বলা হয়েছে, প্রবলভাবে হয়েছে পাত্রের মনটা।

বেরি হুমুক্রমেই ধনঞ্জয় অন্যান্য শিবতরাই বাসীদের চেয়ে আলাদা, উপরবৃত্তবাসীদের তুলনায় স্বতন্ত্র, সমাজ ও রাষ্ট্র নিরপেক্ষ। এদের পরিচয় সুনির্দিষ্ট গণ্ডিতেই এরা দেশ-কালের নির্দিষ্ট সীমা, নির্দিষ্ট বন্ধনের গণ্ডিতে আবদ্ধ নয়, এরা কোনো বিশেষ মানুষের রূপ - তাই ব্যক্তিপরিচয় নিরপেক্ষ মানবসত্তার প্রতীক হয়ে দাঁড়িয়ে এরা সংলাপ করতে পারে বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে, সংসারে সীমা ছাড়িয়ে অসীমে, কারণ এসব ব্যক্তি মানুষ কাল-কালের ঊর্ধ্বে পরিচয়ে আবদ্ধ হয়ে 'রক্তকরবী'র রাজার মতোই আলোআবদ্ধ, মুকুট মাথায় রাজা, আর এর চেয়েও পারে এই শুধুমাত্র নাটী অতিপ্রকারের শেষ কালাতীত অসীমের ভূমায় হয় সিংহাসনে নারকেল, মাথায় মুকুট ধরণ নারকেল রাজাতেই মরকরাজের ('রক্তকরবী') মধ্যে বন্দী ব্যক্তিত্বের পাশে 'ধনঞ্জয়' এর মতো মুক্ত ব্যক্তিত্বের পরিকল্পনা করেছেন কবি, এই ধনঞ্জয় শিবতরাই বাসীদের প্রথম প্রহরী, ধনঞ্জয় চেষ্টা করেছে যাতে শিবতরাই বাসীরা সবাই এর শিক্ষা দিতে পারে কারণ তাঁর মতে কারো উপর অন্যের হুমকি চলবে অচলায়তনের শৃঙ্খলা ভঙ্গ হয়, এর প্রতিনিধি বিশ্বাসঘাতক, ধনঞ্জয় একটি সাময়িক দায়িত্বপালনের চেষ্টা করেছে - শিবতরাই বাসীদের অধিক উপলব্ধির মাধ্যমে, কারণ ধনঞ্জয়ের মতে শত অত্যাচার, শত অপমানেও অন্তরাত্মার

জিজ্ঞাসিত করতে পারলো, অত্যাচারী হয়েছেন মানুষটির ওপরে, অন্য রাজা সাবেকপন্থ——

"ঈশ্বরম, সারাজীবনই অবেকবার চেষ্টা করেছি পালাবার। ঈশ্বরের মতে, "মাথা তুলে সেখানে বলতে পারবি লাগছে অমনি সারের শিকড় মাটি কামড়ায়।" কারণ, "আসলে মানুষটি যে তার নামেগা; সে যে আলোর শিখা, গায়ে জড়ায়; হয় যে মাংস, মরেছেন বেঁচেই বেঁচেই করেমরে।" তাই ঈশ্বরম অত্যাচারিত হয়েও দৈহিক বলের আশ্রয় নেয়না, আবেদন জানায় মানুষের অন্তরাত্মার কাছে। রাজার সঙ্গে ঈশ্বরম বিরাগীর বিরোধ তাই অহিংস সংগ্রামে, সত্যের যুদ্ধে, আত্মিক শক্তির দ্বারা ন্যায়বোধ ও মনুষ্যত্ব উদ্বোধনের চেষ্টায়। "তারই বহিঃপ্রকাশ ঈশ্বরমের গানে— "আমি মায়ের সাগর পাড়ি দেব বিষম ঝড়ের বায়ে।" উদ্দেশ্য একটাই—আত্মশক্তির উদ্বোধন। একমাত্র ঈশ্বরম—অনাশক্ত বিরাগী, নীতি তাঁর স্বধর্ম, ঘরের বন্ধন তাঁর অভিপ্রেতময়, পরমগতি তাঁর আপন। ঈশ্বরম "মানুষ্যতো উমাতার চিত্তের কারু মানুষ।" (প্রেমপ্রণাম বিধি) অভিসিঞ্চ যে পথেরেখেছে; সেইপথের উদ্গাতা ঈশ্বরম; একজন যে যথাযথভাবে নীতিবাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ করতে সমর্থ সে কথা বলাই বাহুল্য।